বুদ্ধি সম্পর্কে আধুনিক ধারণা
Modern Concept of Intelligence

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, বুদ্ধির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণের অসুবিধা থাকায় মনোবিদ্‌গণ তার সর্বজনীন সংজ্ঞা গঠনের পক্ষপাতী নন। আধুনিক মনোবিদ্‌গণের মধ্যে বিশেষভাবে এই প্রবণতা দেখা যায়। তাঁরা বুদ্ধিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। এবং পৃথক পৃথকভাবে তাদের প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। এ সম্পর্কে মনোবিদ্ ক্যাটেল (R. B. Cattel) এবং হেব্ (D. O. Hebb)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধির ধারণাকে কার্যকরী পর্যায়ে আনার জন্য আধুনিক মনোবিদ্‌গণের এই প্রচেষ্টা। ক্যাটেল (R. B. Cattle) বুদ্ধিকে দুভাগে ভাগ করেছেন—তরল বুদ্ধি (Fluid intelligence) এবং কেলাসিত বুদ্ধি (Crystallised intelligence)। হেব্‌ও (Hebb) অনুরূপভাবে দু'রকমের বুদ্ধির কথা বলেছেন—A-বুদ্ধি (Intelligence-

বুদ্ধির শ্রেণী-বিভাগ

A) এবং B-বুদ্ধি (Intelligence-B)। হেব্-এর A-বুদ্ধি ও ক্যাটেল-এর তরল বুদ্ধি একই শ্রেণীভুক্ত এবং কেলাসিত বুদ্ধি ও B-বুদ্ধি একই শ্রেণীর। জীববিজ্ঞানিগণ যেমন প্রাণীর প্রকৃতিকে জন্মগতরূপ (Genotype) এবং প্রকাশমান (Phenotype) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, তেমনি মনোবিদ্গণও বুদ্ধিকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করে তার জন্মগত স্বরূপ এবং প্রকাশমান রূপকে বুঝতে চেয়েছেন। মানুষের বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্মগত রূপ (Genotype) তার জীন (Gene) সংগঠন দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ কি, তা আমরা বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। এটি একটি অনুমান (Hypothesis) মাত্র। তবে এই অনুমানের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়া যায়। অন্য দিকে, ব্যক্তির প্রকাশমান রূপ (Phenotype) তার জীন সংগঠন এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তির কোন প্রকাশমান বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে তার কোন জীন দ্বারা নির্ধারিত কিনা, সে কথা জীববিজ্ঞানিগণ বলেন না। তাঁদের মতে পরিবেশ যে ব্যক্তির জীন সংগঠনের উপর প্রতিক্রিয়া করেছে, তার নির্ণায়কই হল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

A-বুদ্ধি

ঠিক একই অর্থে মনোবিদ্গণ বুদ্ধির শ্রেণী বিভাগ করেছেন। ক্যাটেলের তরল বুদ্ধি (Fluid intelligence) বা হেব্-এর A-বুদ্ধি, জীববিজ্ঞানিগণের জন্মগত রূপেরই (Genotype) সামিল। অর্থাৎ বুদ্ধিকে আমরা সাধারণতঃ জন্মগত মানসিক ক্ষমতা (Innate capacity) হিসেবে বিবেচনা করি; আমাদের ধারণা, বুদ্ধি এরূপ কোন ক্ষমতা যা আমরা জন্মগতভাবে জীন সংগঠনের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাই এবং এমন এক শক্তি যা আমাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। শুধু এই নয়, এই জন্মগত ক্ষমতা আমাদের মানসিক বিকাশের সীমা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু এই ধরনের বুদ্ধিকে আমরা বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। তবে এ ধরনের জন্মগত ক্ষমতা যে মানুষের মধ্যে আছে এবং তা যে তার বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করে, তার পক্ষে আমরা অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারি, মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে। বুদ্ধি সম্পর্কে এই ধারণাকে A-বুদ্ধি, বা ধারণাগত বুদ্ধি বা জন্মগত বুদ্ধি বলা হয়। সুতরাং এই ধরনের A-বুদ্ধির প্রত্যক্ষভাবে সংজ্ঞা দেওয়া খুবই মুশকিল এবং তাকে অনুশীলনের বাহ্যিক প্রচেষ্টা সবই অর্থহীন।

B-বুদ্ধি

অন্য দিকে বুদ্ধির একটি প্রকাশমান দিক আছে। এই প্রকাশমান দিকটিকেই বলা হয় কেলাসিত বুদ্ধি বা B-বুদ্ধি। আমরা কোন ব্যক্তির চাতুর্য, যুক্তিশক্তি, তাড়াতাড়ি কোন কিছু বুঝবার ক্ষমতা ইত্যাদি দেখে তাকে বুদ্ধিমান (Intelligent) বলি। অর্থাৎ, বুদ্ধিকে আমরা এই ধরনের কাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু এই বুদ্ধি যেমন জন্মগত নয়, তেমনি অর্জিতও নয়। জন্মগত ক্ষমতা ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল ব্যক্তি আচরণের মধ্যে যেভাবে প্রতিফলিত হয়, তাই বুদ্ধির প্রকাশমান রূপ বা B-বুদ্ধি। এই ধারণা অনুযায়ী B-বুদ্ধিকে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি বিভিন্ন মানসিক কাজের মধ্যে। এটি জীববিজ্ঞানিগণের ব্যক্তির প্রকাশমানরূপের (Phenotype) মত। এটি জন্মগত মানসিক ক্ষমতার বা বুদ্ধির পরোক্ষ রূপ মাত্র। এই B-বুদ্ধি যেহেতু পরিবেশের উপর নির্ভর করে, সেহেতু, এর পরিমাণ বা প্রকৃতি মানুষের সমাজ ও গোষ্ঠী-ভেদে পরিবর্তিত হয়। আধুনিক শিক্ষা মনোবিদ্যায় বুদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা এই B-বুদ্ধি (Intelligence-B)-কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং পরবর্তী অংশে বুদ্ধি সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করব, তা বিশেষভাবে এই B-বুদ্ধির সম্বন্ধে ; জন্মগত A-বুদ্ধি সম্পর্কে নয়। অর্থাৎ, পরিবেশের সঙ্গে জন্মগত বুদ্ধির প্রতিক্রিয়ার ফলে আচরণের মধ্যে আমরা সেই জন্মগত ক্ষমতার যে প্রকাশমান রূপ দেখতে পাই, সে সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করব; কোন জন্মগত ক্ষমতা সম্পর্কে নয়। মনোবিদ্ ভার্নন (Vernon) এই বুদ্ধির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। **প্রথমতঃ,** ❑ এই বুদ্ধি কোন ব্যক্তিজীবনে সব সময় স্থির থাকে না, পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন হয়। তবে একই রকম পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে প্রায় একই রকম থাকে। **দ্বিতীয়তঃ,** ❑ এই বুদ্ধি সম্পর্কে ধারণা সমাজভেদে পৃথক। কোন বিশেষ সমাজে যে আচরণকে বুদ্ধিমূলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, অন্য কোন সমাজে তাকে সম্পূর্ণভাবে সামাজিক নীতি প্রভাবিত যান্ত্রিক আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এই রকম পরিবর্তনশীল ধারণা গ্রহণ করায় আমাদের বিশেষ কিছু অসুবিধা তো হয়ই না, বরং সুবিধাই হয়ে থাকে।

C-বুদ্ধি

ইংরেজ মনোবিদ্ ভার্নন (P. E. Vernon) 1955 খ্রীষ্টাব্দে, আর এক ধরনের বুদ্ধির কথা বলেন। বুদ্ধিসংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা ও বুদ্ধির অভীক্ষার বিভিন্ন ফলাফল অনুশীলন করে তিনি বলেন, বুদ্ধি আর এক শ্রেণীরও হতে পারে। এই বুদ্ধিকে তিনি C-বুদ্ধি (Intelligence-C) নাম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বুদ্ধির বিভিন্ন অভীক্ষার (Intelligence tests) দ্বারা আমরা বুদ্ধির যে সংখ্যাগত পরিমাণ নির্ণয় করি, তার দ্বারাও বুদ্ধিকে বোঝাতে চাই। যেমন, বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q) দিয়ে আমরা বুদ্ধিকেই বোঝাই। এই বুদ্ধির সঙ্গে A-বুদ্ধির এবং এমন কি B-বুদ্ধিরও অনেক পার্থক্য আছে। অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করে যে বুদ্ধিকে আমরা প্রকাশ করি, তাকেই ভার্নন্ (Vernon) C-বুদ্ধি বলেছেন। তবে, এই C-বুদ্ধির আসল প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণভাবে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এ কথা ভার্নন নিজেও স্বীকার করেছেন।[1] তবে সাধারণভাবে বুদ্ধির অভীক্ষার ফলাফলকে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেছেন, এইসব ফলাফলের যেভাবে তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনেক সময় বেশ পার্থক্য থেকে যায়। একই অভীক্ষায় একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধ্যঙ্ক যা হয়, একজন সাধারণ ব্যক্তির তাই হতে পারে। সুতরাং, বুদ্ধ্যঙ্ক বা বুদ্ধির পরিমাণের দিক থেকে তাঁরা সমান। কিন্তু, প্রকৃত অভিজ্ঞতা তা বলে না। এই ধরনের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ভার্নন এই তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে এ সম্পর্কে আরও গবেষণার অবকাশ আছে।

আলোচনা

বুদ্ধির এই আধুনিক শ্রেণী বিভাগ ছাড়াও আরও অনেক শ্রেণী বিভাগ বিভিন্ন মনোবিদ্ করেছেন। তবে এই শ্রেণী বিভাগ ধারণাগত দিক থেকে করা হয়েছে। তাই এই এদের তাৎপর্য বুদ্ধি সম্পর্কিত আধুনিক গবেষণাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। অন্যান্য যে সব শ্রেণী বিভাগ তা আপাতঃ প্রকৃতিগত এবং তাদের সবই B-বুদ্ধিসংক্রান্ত ; যেমন থর্নডাইক (E. L. Thorndike) তিন রকম বুদ্ধির কথা বলেছেন। **প্রথমতঃ, ❑ বিমূর্ত বুদ্ধি** (Abstract intelligence) ; অর্থাৎ বিমূর্ত চিন্তনের জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। **দ্বিতীয়তঃ, ❑ কার্যকরী বুদ্ধি** (Concrete intelligence), প্রত্যক্ষভাবে কোন কাজ করার জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। **তৃতীয়তঃ, ❑ সামাজিক বুদ্ধি** (Social intelligence), সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এটি বুদ্ধির বাহ্যিক প্রকাশমান অবস্থার শ্রেণী বিভাগ, কর্মক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। সুতরাং, এই শ্রেণী বিভাগ আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী B-বুদ্ধির। তাই পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি আমাদের পরবর্তী সব আলোচনাই এই B-বুদ্ধি (Intelligence-B) সম্পর্কেই হবে ; এবং এই কারণে বুদ্ধির অন্যান্য শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন নেই।